মাসিক কমপিউটার জগৎ
COMPUTER JAGAT
প্রতিষ্ঠাতা : অধ্যাপক আবদুল কাদের

উপদেষ্টা
ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী
ড. মুহাম্মদ ইব্রাহীম
ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ
ড. মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন
ড. যুগল কৃষ্ণ দাস

সম্পাদনা উপদেষ্টা ডা: এম এম মোরতায়েজ আমিন

সম্পাদক গোলাপ মুনীর
সহযোগী সম্পাদক মইন উদ্দীন মাহমুদ
সহকারী সম্পাদক মোহাম্মদ আবদুল হক
কারিগরি সম্পাদক মো: আবদুল ওয়াহেদ তমাল
সহকারী কারিগরি সম্পাদক নুসরাত আক্তার
সম্পাদনা সহযোগী সালেহ উদ্দিন মাহমুদ
বিশেষ প্রতিনিধি ইমদাদুল হক

বিদেশ প্রতিনিধি
জামাল উদ্দীন মাহমুদ আমেরিকা
ড. খান মনজুর-এ-খোদা কানাডা
ড. এস মাহমুদ ব্রিটেন
নির্মল চন্দ্র চৌধুরী অস্ট্রেলিয়া
মাহবুব রহমান জাপান
এস. ব্যানার্জী ভারত
আ. ফ. মো: সামসুজ্জোহা সিঙ্গাপুর
নাসির উদ্দিন পারভেজ মধ্যপ্রাচ্য

প্রচ্ছদ মোহাম্মদ আফজাল হোসেন
ওয়েব মাস্টার মোহাম্মদ এহ্‌তেশাম উদ্দিন
জ্যেষ্ঠ সম্পাদনা সহকারী মনিরুজ্জামান পিন্টু
কম্পোজ ও অঙ্গসজ্জা মো: মাসুদুর রহমান
রিপোর্টার সোহেল রানা

মুদ্রণে : রাইটস (প্রা.) লি.
৪৪সি/২, আজিমপুর রোড, ঢাকা-১২০৫
অর্থ ব্যবস্থাপক সাজেদ আলী বিশ্বাস
বিজ্ঞাপন ব্যবস্থাপক শিমুল শিকদার
জনসংযোগ ও প্রচার ব্যবস্থাপক প্রকৌ. নাজনীন নাহার মাহমুদ

প্রকাশক : নাজমা কাদের
কক্ষ নম্বর-১১, বিসিএস কমপিউটার সিটি
রোকেয়া সরণি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৯১৮৩১৮৪, ৯৬১৩০১৬, ০১৭১১৫৪৪২১৭, ০১৯১১৫৯৮৬১৮
ই-মেইল : jagat@comjagat.com
ওয়েব : www.comjagat.com
যোগাযোগ :
কমপিউটার জগৎ
কক্ষ নম্বর-১১, বিসিএস কমপিউটার সিটি
রোকেয়া সরণি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৯১৮৩১৮৪

Editor Golap Monir
Associate Editor Main Uddin Mahmood
Assistant Editor Mohammad Abdul Haque
Technical Editor Md. Abdul Wahed Tomal
Correspondent Md. Abdul Hafiz

Published from :
Computer Jagat
Room No.11
BCS Computer City, Rokeya Sarani
Agargaon, Dhaka-1207
Tel : 9183184

Published by : Nazma Kader
Tel : 9664723, 9613016
E-mail : jagat@comjagat.com

সম্পাদকীয়

দ্বিতীয় ইউকে-বাংলাদেশ ই-কমার্স মেলা

সিকি শতাব্দী ধরে মাসিক কমপিউটার জগৎ-এর নিয়মিত প্রকাশনার মধ্য দিয়ে সেই মুখ্য কাজটি কবে আসছে, এর নাম বাংলাদেশের আইসিটি খাতের উন্নয়ন আন্দোলন। এই সময়ে কমপিউটার জগৎ যেমনি অর্জন করেছে পাঠক-নান্দিকতা, তেমনি এ দেশের আইসিটি আন্দোলন আর এই পত্রিকাটি যেনো হয়ে উঠেছে সমান্তরাল। আর একই সাথে এই পত্রিকাটির প্রতিষ্ঠাতা প্রাণপুরুষ অধ্যাপক মরহুম আবদুল কাদেরের নাম সমভাবে আজ উচ্চারিত বাংলাদেশের আইসিটি আন্দোলনের অগ্রপথিক অভিধায়। কমপিউটার প্রযুক্তিকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর মহান লক্ষ্যকে সামনে রেখে আমাদের সেই আন্দোলন সামনের দিকে এগিয়ে নিতে আমরা আমাদের ইতিবাচক সেই সাংবাদিকতা এখনও জারি রেখেছি। যেখানে যখন যেটা বলা প্রয়োজন, সেখানে সেটা আমরা এখনও বলে যাচ্ছি।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আমরা লক্ষ করেছি, বাংলাদেশের সামনে অপেক্ষা করছে ই-কমার্সের এক সম্ভাবনায় বাজার। এ বাজার ধরতে পারলে বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে ব্যাপক লাভবান হতে পারে। কিন্তু সেই সম্ভাবনার দুয়ার যেন অনেকটা ছিটকে পড়েছে আমাদের চোখের সামনে দিয়েই। সেই বাজার দখল করে নিচ্ছে অন্যসব দেশ। অথচ আমরা যদি ই-কমার্সের বিশাল বাজারের সম্ভাবনার কথা দেশবাসীর কাছে যথার্থভাবে তুলে ধরতে পারতাম, তবে ই-কমার্স খাতের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ আমাদের দখলে চলে আসত। তাই কমপিউটার জগৎ সাম্প্রতিক বছরগুলোয় ই-কমার্স মেলা আয়োজনের একটি ব্যাপকভিত্তিক কর্মপরিকল্পনার সূচনা করে। ইতোমধ্যেই বাংলাদেশে ই-কমার্স প্রসারের লক্ষ্যকে সামনে রেখে কমপিউটার জগৎ, বাংলাদেশ সরকারের আইসিটি ডিভিশন ও হাইটেক পার্ক অথরিটির সহযোগিতা চলতি বছরের প্রথম দিকে ঢাকা, সিলেট, চট্টগ্রাম ও বরিশালে ই-বাণিজ্য মেলার আয়োজন করে। এবং ২০১৩ সালের ৭, ৮ ও ৯ সেপ্টেম্বর লন্ডনে আয়োজন করা হয় প্রথম ইউকে-বাংলাদেশ ই-কমার্স ফেয়ার। একই ধারাবাহিকতায় লন্ডনে দ্বিতীয়বারের মতো চলতি মাসের ১৩ ও ১৪ তারিখে আয়োজন হতে যাচ্ছে ইউকে-বাংলাদেশ ই-কমার্স ফেয়ার। এ মেলা বাংলাদেশের ই-কমার্স খাত আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে আরও সুপ্রসারিত করে তুলবে, তাতে কোনো সন্দেহ। এ মেলার মাধ্যমে বাংলাদেশের ই-বাণিজ্যের পরিধির সীমানা আরও বেড়ে উঠছে। এ ব্যাপারে মেলার আহ্বায়ক ও কমজগৎ টেকনোলজিসের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো: আবদুল ওয়াহেদ তমাল জানান, এটি একটি নিছক ই-বাণিজ্য মেলা নয়। এটি লন্ডনে ডিজিটাল বাংলাদেশের আংশিক উপস্থাপন। এর মাধ্যমে বাংলাদেশের ই-বাণিজ্য প্রবাসী বাংলাদেশীরা যেমনি জানার সুযোগ পাবেন, তেমনি মেলায় অংশ নেয়া প্রতিষ্ঠানগুলোও তাদের পণ্য ও সেবা বৃহত্তর পরিসরে দেশের বাইরে প্রদর্শনের সহজ সুযোগ পাবে।

গত ২৯ অক্টোবর লন্ডনে এক সংবাদ সম্মেলনে মেলা সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়ে বলা হয়– মেলায় বাংলাদেশ সরকারের দুইজন মন্ত্রীসহ বেশ কয়েকজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা অংশ নেবেন বলে কথা রয়েছে। রফতানি উন্নয়ন ব্যুরোর সহযোগিতায় মেলার প্লাটিনাম স্পন্সর হিসেবে রয়েছে এনআরবি ব্যাংক লিমিটেড। ইউকে-বাংলাদেশ ই-কমার্স ফেয়ার দুটি দেশের ই-কমার্সসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান স্টেকহোল্ডারদের একই ছাতার নিচে নিয়ে আসবে। মেলায় ৫০টির বেশি প্রতিষ্ঠান অংশ নিয়ে তাদের পণ্য ও সেবা প্রদর্শন করবে। উদ্যোক্তারা আশা করছেন, ই-কমার্স খাতের প্রায় ৫ হাজার পেশাজীবী সদস্য মেলায় অংশ নিয়ে অভিজ্ঞতা বিনিময় করবেন।

১৩ নভেম্বর লন্ডনে স্থানীয় সময় সকাল ৯টায় উদ্বোধন করা হবে দ্বিতীয় ইউকে-বাংলাদেশ ই-কমার্স ফেয়ার। মেলার আয়োজকদের প্রণীত বিভিন্নধর্মী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই মেলা বাংলাদেশের ই-কমার্সের ইতিহাসে একটি মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে বলে আমরা আশা করি। এই মেলা আয়োজনের পেছনে যারা রয়েছেন, তাদের সবার প্রতি রইল আমাদের আন্তরিক মোবারকবাদ। সেই সাথে মেলা সম্পন্নের শতভাগ সাফল্য কামনা করছি।

লেখক সম্পাদক
● প্রকৌশলী তাজুল ইসলাম ● সৈয়দ হাসান মাহমুদ ● সৈয়দ হোসেন মাহমুদ ● মো: আবদুল ওয়াজেদ